Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার মীম

রোলঃ 216020774

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার মীম

রোলঃ 216020774

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আল্লাহর সিফাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আল্লাহর সিফাত, আইডিঃ 216020774 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আল্লাহর সিফাত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেরমাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শামীমা আক্তার মীম

(স্বাক্ষর)

শামীমা আক্তার মীম

আইডিঃ 216020774

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১.	সূচনা	০২
০২.	আলাহর নাম বিষয়ক মূলনীতি	০৩ - ০৪
০৩.	আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	০৪ - ০৫
০৪.	আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক	০৫ - ০৬
০৫.	আল্লাহর নাম কি নিরানববই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ	০৬
০৬.	আল্লাহ তা’আলার সত্তাগত ও কর্মগত সিফাত	০৭ - ১১
০৭.	আল্লাহ তা’আলার সত্তাগত অবস্থান	১১ - ১৩
০৮.	মহান আল্লাহর ইসমে আজম	১৩ - ১৪
০৯.	আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নামসমূহ	১৫ - ২৪
১০.	আল্লাহর আসমা ওয়াছ-সিফাত সম্পর্কে তথা আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল বিশ্বাস ও তার জবাব	২৪
১১.	আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন	২৫
১২.	কুরআন-সুন্নাহর বাইরে আল্লাহর জন্য নাম বা গুণাবলী নির্ধারন	২৬
১৩.	উপসংহার	২৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আমাদের নিজ নফসের খারাবি এবং কর্ম সমূহ মধ্যে যা অসাধু তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাললাহু আলাইহি ওয়া সাললাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি,তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি,তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা সততার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাদের প্রতি সালাত বষর্ণ করুন এবং উত্তম শান্তি ভূষিত করুন।এরপর কথা হলো, আল্লাহ নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি।আর সে রুকনগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ঈমান তাঁর রুবুবিয়াত তথা প্রভু তেবর উপর ঈমান। তাঁর উলুহিয়াত তথা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে সেটার উপর ঈমান এবং আসমা ওয়াস্ সিফাত তথা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীর উপর যথার্থ ঈমান।

❀ আল্লাহর নাম বিষয়ক মূলনীতি :

আল্লাহর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহত্বের দালীল বহন করে।তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত হচ্ছে, এই নাম এবং গুনাবলীর প্রতি ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে; কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য আরোপ না করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ (١٨٠)

“ আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। ” [সূরা আরাফ-১৮০]

কারণ তা পূর্ণাঙগ গুনাবলি সম্পন্ন ,যাতে কোনোভাবেই কোনো প্রকার অপূণর্তা নেই, না সমভাব্য কোনো অপূণর্তা

না অব্যক্ত কোনো অপূর্ণতা।

● আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিটি নাম আলাদা থাকা অবস্থায় যেমন পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে একটি নামকে অন্যটির সাথে একত্র করার সময়ও পাওয়া যায়। আর একটি নামকে অন্যটির সাথে এক করলে পরিপূর্ণতার পর আরও অধিক পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ একই মুহূর্তে নাম ও গুণ এ কথার পক্ষে কুরআন প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ اِنۡ یَّمۡسَسۡكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنۡ یُّرِدۡكَ بِخَیۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهٖ ؕ یُصِیۡبُ بِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ (١٠٧)

" আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। " [সূরা ইউনুস-১০৭]

অনত্র্য এরশাদ হয়েছে:

وَ رَبُّکَ الۡغَفُوۡرُ ذُو الرَّحۡمَۃِ ؕ لَوۡ یُؤَاخِذُہُمۡ بِمَا کَسَبُوۡا لَعَجَّلَ لَہُمُ الۡعَذَابَ ؕ بَلۡ لَّہُمۡ مَّوۡعِدٌ لَّنۡ یَّجِدُوۡا مِنۡ دُوۡنِہٖ مَوۡئِلًا (৫৮)

" আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আযাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। " [সূরা কাহাফ-৫৮]

❀ আল–আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

আসমাউল হুসনা শব্দ দুইটি আরবি। আসমা শব্দের অর্থ হল "নামসমূহ" আর হুসনা শব্দের অর্থ "সুন্দরতম"। অর্থাৎ আসমাউল হুসনা অর্থ হল "সুন্দরতম নামসমূহ" । আর এই সকল সুন্দরের আঁধার হলে মহান আল্লাহ। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয় । আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে । আল-আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায় । এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি । ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয় । এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে পারি । এসব নামে ডাকলে তিনি খুশি হন । এসব নাম ধরে আমরা মোনাজাত করতে পারি ।আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে । আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ অর্জ নের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চ া করলে সে সচ্চরিত্রবান হয় । সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

আল কুরআনে বলা হয়েছে-

صِبۡغَةَ اللّٰهِ ۚ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبۡغَةً ۫ وَّ نَحۡنُ لَهٗ عٰبِدُوۡنَ (١٣٨)

" আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ (বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। " **[সূরা বাকারাহ-১৩৮]**

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তাঁর গুণাবলি । আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই । সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির
অনুসরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নেবর্ণিত আলোচনায় আমরা আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব ।

❀ <u>আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক</u> :

আল্লাহর উত্তম নামসমূহ তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ বহন করে। এই পবিত্র নামগুলো নিছকই নাম নয়, যে তার কোন
অর্থ নেই; বরং তা একদিকে সম্মানিত নাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সম্বলিত এবং অপরদিকে তাঁর মহান গুণরাজীর সাক্ষ্য বহন করে। প্রতিটি নাম এক একটি গুণের অধিকারী।

যেমন–

❀ الرحمان (রহমান), الرحيم (রহীম) নাম দুটি "রহমত" নামক বিশেষণের অধিকারী।

❀ السميع والبصير নাম দু'টি যথাক্রমে শ্রবণ করা এবং দেখা– বিশেষণ যুক্ত।

❀ العليم "মহাজ্ঞানী" নামটি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা প্রত্যেক বস্তু ব্যপৃত।

❀ الكريم "মহা সম্মানিত" নামটি সম্মান নামক বিশেষণে যুক্ত।

❀ الخالق "স্রষ্টা" শব্দটি সৃষ্টি করা বিশেষণের দাবিদার ও ।

❀ الرزاق "রিজিক দাতা" নামটি রিজিক দেয়া বিশেষণের দাবিদার।

এমনিভাবে প্রতিটি নাম সেই নামের মধ্যে নিহিত বিশেষণের পরিপূর্ন দাবি রাখে। আল্লাহর নাম ও গুনাবলির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো– আল্লাহর নাম থেকে গুণ বের করা যাবে, কিন্তু গুণ থেকে আল্লাহর নাম বের করা যাবে না। যেমন আল্লাহর নাম 'আর–রহমান' যার অর্থ 'অতি দয়ালু' তাই তাঁর মধ্যে দয়ার গুণ রয়েছে, এটা বলা যাবে। কিন্তু আল্লাহর একটি গুণ হল 'গাদব' যার অর্থ 'রাগান্বীত হওয়া' তাই বলে তাঁকে গাদেব বা 'রাগান্বীত' নাম দেয়া যাবে না।

❀ <u>আল্লাহর নাম কি নিরানববই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ</u> ?:

আল্লাহর নাম নিরানববই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর নামের প্রকৃত সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আবদুল্লাহ ইবেন মাসঊদ (রা.) হতে বর্নিত রাসূল সাললাহু আলাইহি ওয়াসাললাম এর নিম্নোক্ত দোয়াটি:

"আমি আপনার সেই সকল নাম ধরে প্রার্থনা করিছ, যে নামগুলো আপনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারন করেছেন। অথবা সৃষ্টজগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাব নাজিল করেছেন অথবা আপনার নিজের কাছেই ইলেম গায়েবে সংরক্ষিত রেখে দিয়েছেন।" **(**মুসনাদ আহমদ**,** হা**/**৩৭০৪**,** সিলসিলা সহীহাহ**,** আলবানী**)**
ইবেন তাইমিয়া রাহ. বলেন,
"এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালার নাম নিরানব্বইঅধিক।"**(**মাজমু ফাতাওয়া ০৬ খন্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা**)**।

আর যে হাদীস নিরানব্বই নামের কথা বলা হয়েছে সেটির ব্যাখ্যায় ইমাম নওবী রহ. বলেন :
" আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত হাদীসে এ কথা নেই যে, আল্লাহর নাম নিরানব্বইটি মধ্যে সীমাবদধ। হাদীসের এ অর্থ নয় যে,এই নিরানব্বইটি ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। বরং এ কথার উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি এই নিরানব্বইটি নাম সংরক্ষণ করবে (তথা মুখস্থ করার পাশাপাশি বুঝে আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ এখানে এ নামগুলো সংরক্ষণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। নামের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়নি। **"(** শরহে সহীহ মুসলিম**)**

❀ আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও কর্মগত সিফাত:

এক, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস একটি সরলরেখার ন্যায় যার ডানে বামের সকল বিন্দু মূল পন্থা হতে বিচ্যুত। এখানে বেশি কম করার সুযোগ নেই। সুতরাং আমাদের একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী যে মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা না রাখি যেমন তিনি নন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন-

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَ كَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا (٥٠)

" দেখ, কেমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট।" [সূরা নিসা-৫০]

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

১) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ (বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়)।
২) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ (আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)।
৩) لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ (তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি)।
৪) وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই)।

হচ্ছে মহান আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যা থেকে আমরা জানতে পারি তিনি এমন সত্তা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি, যার কোন তু লনা নেই, তাঁর নিদ্রা বা তন্দ্রা নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি, তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর কিছু ই নেই ইত্যাদি।

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌রব্বল 'আলামীনের আরও কিছু সত্তাগত সিফাত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٧)

“ আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে। ”[সূরা যুমার-৬৭]

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ (٧٥)

“ আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলীস, আমার দু’হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?” [সূরা সোয়াদ-৭৫]

আব্দুল্লাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

“ইয়াহুদি আলিমদের থেকে এক আলিম রাসূললল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বললো, ‘হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে)পাই যে, আল্লাহ তা’আলা আকাশসমূহকে এক আঙু লের উপর স্থাপন করবেন। জমিনকে এক আঙু লের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙু লের উপর, পানি এক আঙু লের উপর, মাটি এক আঙু লের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টিজগত এক আঙু লের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই াহ (সাঃ) তা সমর্থনে বাদশাহ।’ রাসূলল্ল হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলল্লাহ (সাঃ) পাঠ করলেন, ‘তারা আল্লাহ্‌র যথার্থ মর্যাদা নিরুপণ করতে পারেনি। [বুখারী, ৪৮৫৯]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

“রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহর আঙু ল সমূহের দুই আঙু লের মাঝে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি ইচ্ছামতো অন্তরের পরিবর্ত ন ঘটান।’ তারপর রাসূল (সাঃ) বললেন, ‘হে অন্তরের আবর্তনকার আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। [মুসলিম, ২৬৫]

আবু সাইয়ীদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেন যে,

আমি রাসূলল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, “আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ্) কিয়ামতের দিনে তাঁর হাঁটুর নিম্নাংশ প্রকাশ করে দেবেন, প্রত্যেক মুমিন, মুমিনা তাতে সিজদা করবেন এবং যে ব্যক্তি

দুনিয়াতে লোক দেখানো ও সম্মানের জন্য তা করতো, সে সাজদা করতে গেলে তার পিঠ সমান হয়ে ফিরে আসবে।" **[বুখারী,৪৯৬৮]**

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "জাহান্নাম বলতে থাকবে, 'আরও আছে কি ?' যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখবেন। ওই সময় জাহান্নাম বলবে, 'তোমার ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।' এবং এর এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করবে।" **[তিরমিযি/৩২৭২ (সহীহ)]**

দুই, মহান আল্লাহ তাঁর কর্মগত সত্তার পরিচয় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন:মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (٥)

" পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন ।" **[সূরা ত্বা-হা -০৫]**

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٥٤)

" নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" **[সূরা আরাফ-৫৪]**

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ (٢)

" আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি

সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার।" **[**সূরা রাদ-০২**]**

অন্য একটি হাদীসে ইবনে বাশার (রাঃ) বর্ননা করেন,

" নিশ্চয়ই আল্লাহ আরশের উপর। এবং তাঁর আরশ আসমানসমূহের উপর।" [আবুদাউদ, ৪৭২৬ (যয়ীফ)]

❀ <u>আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত অবস্থান</u> :

মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তাঁর জ্ঞান, দর্শন, শ্রবন ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর পবিত্র মহান সত্তা সৃষ্টির সত্তা থেকে পৃথক। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নত এবং সেখান হতে ইচ্ছানুযায়ী অবতরণ করেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۠ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٥۴)

" নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" **[**সূরা আরাফ-৫৪**]**

মহান আল্লাহ্‌আরও বলেন-

اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰی (۵)

" পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন ।" [সূরা ত্বা-হা -০৫]

اَللّٰہُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَہَا ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ بِلِقَآءِ رَبِّکُمۡ تُوۡقِنُوۡنَ (۲)

" আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার।" [সূরা রাদ-০২]

ۣالَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَہُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ۚۛ اَلرَّحۡمٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِہٖ خَبِیۡرًا (۵۹)

" যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর।"[সূরা ফুরকান -৫৯]

ہُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ یَعۡلَمُ مَا یَلِجُ فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا یَخۡرُجُ مِنۡہَا وَ مَا یَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعۡرُجُ فِیۡہَا ؕ وَ ہُوَ مَعَکُمۡ اَیۡنَ مَا کُنۡتُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ (۴)

“ তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।” **[**সূরা হাদীদ**-**০৪**]**

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- “আরশ পানির উপর আর আল্লাহ আরশের উপর। তৎসত্ত্বেও, তোমরা কি কর বা না কর, তিনি তা জ্ঞাত আছেন।” **[**আবুদাউদ**(**হাসান**)]**

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, যয়নব (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গর্ব করে বলতেন যে, “তাঁদের বিয়ে তাঁদের পরিবার দিয়েছে, আর আমার বিয়ে আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপর থেকে সম্পাদন করেছেন।” **[**বুখারী, ৭৪২০**]**

❀ <u>মহান আল্লাহর ইসমে আজম</u> :

ইসম' শব্দের অর্থ নাম আর 'আজম' শব্দের অর্থ মহান বা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলার অনেক নাম রয়েছে। এসব নামের মধ্যে যে নামগুলো দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়, সেই নামগুলোকে 'ইসমে আজম' বলা হয়। অর্থাৎ ইসমে আজম অর্থ আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামগুলো। হজরত আসমা বিন ইয়াজিদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত,
“রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ইসমে আজম এই দুটি আয়াতের মধ্যে নিহিত। সুরা বাকারার ১৬৩ নম্বর আয়াত এবং সুরা আল ইমরানের ১ নম্বর আয়াত।”(সুনানে আবি দাউদ : ১৪৯৬)।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতাল আ‘হাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফু আন আহাদ।”

“হে আল্লাহ্ , আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ্ , আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তার সমতু ল্য কেউ নেই।”

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলল্লাহ্(صلى الله عليه وسلم) দেখেন যে, এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দোয়ায় উপরের কথাগুলো বলছে। তখন তিনি বলেন:
“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ইসমে আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।” **[**তিরমিযিঃ ৩৪৭৫**]**

❀ <u>আল্লাহ তায়ালার গুনবাচক নামসমূহ</u> :

ক্রমিক নং	নাম	বাংলা	অর্থ
০১.	الله	আল্লাহ	আল্লাহ
০২.	الرَّحْمَنُ	আর-রহ্মান	সবচাইতে দয়ালু, কল্যাণময়, করুণাময়
০৩.	الرحيم	আর-রহ়ীম	সবচাইতে ক্ষমাশীল
০৪.	الْمَلِكُ	আল-মালিক	অধিপতি
০৫.	الْقُدُّوسُ	আল-ক্কুদ্দস	পূতঃপবিত্র, নিখুত
০৬.	السَّلَامُ	আস-সালাম	শান্তি এবং নিরাপত্তারউৎস
০৭.	الْمُؤْمِنُ	আল-মু’মিন	জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী
০৮.	الْمُهَيْمِنُ	আল-মুহাইমিন	অভিভাবক,প্রতিপালক
০৯.	الْعَزِيزُ	আল-’আযীয	সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে সম্মানিত
১০.	الْجَبَّارُ	আল-জাব্বার	দুর্নিবার, সমুচ্চ, মহিমান্বিত
১১.	الْمُتَكَبِّرُ	আল-মুতাকাব্বির	সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত
১২.	الْخَالِقُ	আল-খলিক্ক	সৃষ্টিকর্ত া, (শূন্যথেকে)
১৩.	الْبَارِئُ	আল-বারি	বিবর্ধনকারী, নির্মাণকর্তা,পরিকল্পনাকারী
১৪.	الْمُصَوِّرُ	আল-মুসউয়ির	আকৃ তিদানকারী
১৫.	الْغَفَّارُ	আল-গফ্ফার	পুনঃপুনঃ মার্জ নাকারী
১৬.	الْقَهَّارُ	আল-ক্বহ্হার	দমনকারী
১৭.	الْوَهَّابُ	আল-ওয়াহ্হাব	স্থাপনকারী
১৮.	الرَّزَّاقُ	আর-রযযাক্ক	প্রদানকারী
১৯.	الْفَتَّاحُ	আল-ফাত্তাহ়	প্রারম্ভকারী, বিজয়দানকারী
২০.	الْعَلِيمُ	আল-’আলীম	সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী

ক্রমিক নং	নাম	বাংলা	অর্থ
২১.	الْقَابِضُ	আল-ক্বাবিদ্ব	নিয়ন্ত্রণকারী, সরলপথ প্রদর্শনকারী
২২.	الْبَاسِطُ	আল-বাসিত	প্রসারণকারী
২৩.	الْخَافِضُ	আল-খ়াফিদ্ব	(অবিশ্বাসীদের) অপমানকারী
২৪.	الرَّافِعُ	আর-ঢ়াফি'	উন্নীতকারী
২৫.	الْمُعِزُّ	আল-মু'ইয্	সম্মানপ্রদানকারী
২৬.	الْمُذِلُّ	আল-মুয়িল	সম্মানহরণকারী
২৭.	السَّمِيعُ	আস-সামী'	সর্বশ্রোতা
২৮.	الْبَصِيرُ	আল-বাসীর	সর্বদ্রষ্টা
২৯.	الْحَكَمُ	আল-হ্াকাম	বিচারপতি
৩০.	الْعَدْلُ	আল-'আদল্	নিখুত
৩১.	اللَّطِيفُ	আল-লাতীফ	অমায়িক
৩২.	الْخَبِيرُ	আল-খবীর	সম্যক অবগত
৩৩.	الْحَلِيمُ	আল-হ়ালীম	ধৈর্যবান, প্রশ্রয়দাতা
৩৪.	الْعَظِيمُ	আল-'আযীম	সুমহান
৩৫.	الْغَفُورُ	আল-গ'ফূর	মার্জ নাকারী
৩৬.	الشَّكُورُ	আশ-শাকূর	সুবিবেচক
৩৭.	الْعَلِيُّ	আল-'আলিই	মহীয়ান
৩৮.	الْكَبِيرُ	আল-কাবীর	সুমহান
৩৯.	الْحَفِيظُ	আল-হ়াফীয	সংরক্ষণকারী
৪০.	الْمُقِيتُ	আল-মুক্বীত	লালনপালনকারী

ক্রমিক নং	নাম	বাংলা	অর্থ
৪১.	الْحَسِيبُ	আল-হ়াসীব	মীমাংসাকারী
৪২.	الْجَلِيلُ	আল-জালীল	গৌরবান্বিত
৪৩.	الْكَرِيمُ	আল-কারীম	উদার, অকৃপণ
৪৪.	الرَّقِيبُ	আর-রক্বীব	সদাজাগ্রত,অতন্দ্র পর্যবেক্ষণকারী
৪৫.	الْمُجِيبُ	আল-মুজীব	সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা
৪৬.	الْوَاسِعُ	আল-ওয়াসি	অসীম, সর্বত্র বিরাজমান
৪৭.	الْحَكِيمُ	আল-হ়াকীম	সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ
৪৮.	الْوَدُودُ	আল-ওয়াদূদ	স্নেহশীল
৪৯.	الْمَجِيدُ	আল-মাজীদ	মহিমান্বিত
৫০.	الْبَاعِثُ	আল-বা'ইস়	পুনরুত্থানকারী
৫১.	الشَّهِيدُ	আশ-শাহীদ	সাক্ষ্যদানকারী
৫২.	الْحَقُّ	আল-হাক্ব	প্রকৃত সত্য,
৫৩.	الْوَكِيلُ	আল-ওয়াকীল	সহায় প্রদানকারী,আস্থাভাজন, উকিল
৫৪.	الْقَوِيُّ	আল-ক্বউই	ক্ষমতাশালী
৫৫.	الْمَتِينُ	আল মাতীন	সুদৃঢ় , সুস্থির
৫৬.	الْوَلِيُّ	আল-ওয়ালিই	বন্ধু, সাহায্যকারী, শুভাকাঙ্ক্ষী
৫৭.	الْحَمِيدُ	আল-হ়ামীদ	সকল প্রশংসার দাবীদার, প্রশংসনীয়
৫৮.	الْمُحْصِي	আল-মুহ়সী	বর্ণনাকারী, গণনাকারী
৫৯.	الْمُبْدِئُ	আল-মুব্দি	অগ্রণী, প্রথম প্রবর্তক, সৃজনকর্ত া
৬০.	الْمُعِيدُ	আল-মু'ঈদ	পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, পুনরুদ্ধারকারি

ক্রমিক নং	নাম	বাংলা	অর্থ
৬১.	الْمُحْيِي	আল-মুহীই	জীবনদানকারী
৬২.	الْمُمِيتُ	আল-মুমীত	ধ্বংসকারী, মৃত্যু আনয়নকারী
৬৩.	الْحَيُّ	আল-হাইই	চিরঞ্জীব, যার কোন শেষ নাই
৬৪.	الْقَيُّومُ	আল-ক্বইয়ূম	অভিভাবক, জীবিকানির্বাহ প্রদানকারী
৬৫.	الْوَاجِدُ	আল-ওয়াজিদ	পর্যবেক্ষক, আবিষ্কর্ত া, চিরস্থায়ী
৬৬.	الْمَاجِدُ	আল-মাজিদ	সুপ্রসিদ্ধ
৬৭.	الْوَاحِدُ	আল-ওয়াহিদ	এক, অনন্য, অদ্বিতীয়
৬৮.	الصَّمَدُ	আস-সমাদ	চিরন্তন, অবিনশ্বর, নির্বিকল্প, সুনিপুণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ
৬৯.	الْقَادِرُ	আল-ক্বদির	সর্বশক্তিমান
৭০.	الْمُقْتَدِرُ	আল-মুক্বতাদির	প্রভাবশালী, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী
৭১.	الْمُقَدِّمُ	আল-মুক্বদ্দিম	অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদানকারী
৭২.	الْمُؤَخِّرُ	আল-মুআক্ষির	বিলম্বকারী
৭৩.	الأَوَّلُ	আল-আউয়াল	সর্বপ্রথম, যার কোন শুরু নাই
৭৪.	الآخِرُ	আল-আখির	সর্বশেষ, যার কোন শেষ নাই
৭৫.	الظَّاهِرُ	আজ়-জ়হির	সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান,বাহ্য (যা কিছু দেখা যায়)
৭৬.	الْبَاطِنُ	আল-বাত়িন	লুক্কায়িত, অস্পষ্ট, অন্তরস্থ (যা কিছু দেখা যায় না)
৭৭.	الْوَالِيَ	আল-ওয়ালি	সুরক্ষাকারী বন্ধু, অনুগ্রহকারী, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রভু

৭৮.	الْمُتَعَالِي	আল-মুতা'আলী	সর্বোচ্চ মহিমান্বিত, সুউচ্চ
৭৯.	الْبَرُّ	আল-বার্র	কল্যাণকারী
৮০.	التَّوَّابُ	আত-তাওয়াব	বিনম্র, সর্বদা আবর্তি তমান

ক্রমিক নং	নাম	বাংলা	অর্থ
৮১.	الْمُنْتَقِمُ	আল-মুন্তাক্বিম	প্রতিফল প্রদানকারী
৮২.	الْعَفُوُّ	আল-'আফুউ	শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ ক্ষমাকারী
৮৩.	الرَّءُوفُ	আর-র'ওফ	সদয়, সমবেদনা প্রকাশকারী
৮৪.	مَالِكُ الْمُلْكِ	মালিকুল মুলক্	সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী
৮৫.	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	য়ূল জালালি ওয়াল ইকরম	মর্যাদা ও ঔদার্যের প্রভু
৮৬.	الْمُقْسِطُ	আল-মুক্বসিত়	ন্যায়পরায়ণ, প্রতিদানকারী
৮৭.	الْجَامِعُ	আল-জামি'	একত্র আনয়নকারী, ঐক্য সাধনকারী
৮৮.	الْغَنِيُّ	আল-গ'নিই	ঐশ্বর্যবান, স্বতন্ত্র
৮৯.	الْمُغْنِي	আল-মুগ'নি	সমৃদ্ধকারী, উদ্ধারকারী
৯০.	الْمَانِعُ	আল-মানি'	প্রতিরোধকারী, রক্ষাকর্ত া
৯১.	الضَّارُّ	আদ়-দর্	যন্ত্রণাদানকারী, উৎপীড়নকারী
৯২.	النَّافِعُ	আন-নাফি'	অনুগ্রাহক, উপকর্ত া, হিতকারী
৯৩.	النُّورُ	আন-নূর	আলোক
৯৪.	الْهَادِي	আল-হাদী	পথপ্রদর্শক
৯৫.	الْبَدِيعُ	আল-বাদী'	অতু লনীয়, অনিধগম্য
৯৬.	الْبَاقِي	আল-বাকী	অপরিবর্ত নীয়, অনন্ত, অসীম, অক্ষয়

৯৭.	الْوَارِثُ	আল-ওয়ারিস়	সবকিছুর উত্তরাধিকারী
৯৮.	الرَّشِيدُ	আর-রশীদ	সঠিক পথের নির্দেশক
৯৯.	الصَّبُورُ	আস-সবূর	ধৈর্যশীল

মহান প্রভু , সবকিছু র সৃষ্টিকর্ত ার নাম হচ্ছে আল্লাহ্ । এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। কারণ যে কোনো গুনবাচক নাম দিয়ে আল্লাহর কথা বলা হোক না কেনো, সব নাম ধারায় আল্লাহ কে ইঙ্গিত করা হয় ।

যেমন-আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ (۲۲)

" তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।"

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِکُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَکَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ (۲۳)

" তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। "

هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ (۲۴)

" তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

[সূরা হাশর:২২-২৪]

এখানে আল্লাহ্‌তা’আলা তাঁর কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন। একইভাবে কুর’আনের অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেছেন-

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ (١٨٠)

“ আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। “ [সূরা আরাফ-১৮০]

❀ আল্লাহর আসমা ওয়াছ–সিফাত সম্পর্কে তথা আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল বিশ্বাস ও তার জবাব :

❌আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান :

● আল্লাহ সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে সমুন্নত। [সূরা ত্বহা:০৫, সূরা মুলক:১৬,১৭]

●তবে তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্রই বিরাজমান। [সূরা ত্বাহা:৪৬]

❌আল্লাহ নিরাকার :

● জান্নাতে মু'মিনগণ আল্লাহকে দেখবে। [সূরা কাহাফ:১১০]

❌দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যায়

● দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। [সূরা আ’রাফ:১৪৩]

❌আল্লাহকে পেতে ওলীদের ওসীলা ধরা।

● কোন ব্যাক্তির ওসীলা লাগে না, সরাসরি ডাকলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়। [সূরা গাফের:৬০]

●আল্লাহকে পেতে নিষিদ্ধ ওসীলা ধরা শির্ক । [সূরা ইউনূস:১৮, যুমার:০৩]

❀ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রতা অবলম্বন :

মহান আল্লাহ বলেন-

وَ لِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ (١٨٠)

" আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। " [সূরা আরাফ-১৮০]

তাফসীর আহসানুল বায়ানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নামসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করা তিনভাবে হতে পারে।

❌ আল্লাহর নামের পরিবর্ত ন করা, যেমন মুশরিকরা করত। উদাহরণ স্বরূপ মহান আল্লাহর সত্ত্বাগত নাম 'আল্লাহ' থেকে তারা তাদের এক মূর্তি র নামকরণ করেছিল 'লাত',আল্লাহর গুণবাচক নাম, 'আযীয' হতে 'উয্যা' নামকরণ করেছিল।

❌ আল্লাহর নামে মনগড়া অতিরিক্ত সংযোজন করা, যার আদেশ তিনি দেননি।

❌ তাঁর নাম কম করে দেওয়া; যেমন, তাঁকে একটি নির্দি ষ্ট নামেই ডাকা এবং অন্যান্য গুণবাচক নামে ডাকাকে খারাপ মনে করা।

[ফাতহুল ক্বাদীর]

❀ কুরআন–সুন্নাহর বাইরে আল্লাহর জন্য নাম বা গুণাবলী নির্ধারন :

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যে নাম ও গুণরাজি পছন্দ করেছেন বা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নাম ও গুণরাজী তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন নাম বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউই অধিক জ্ঞানী নয়। এমনিভাবে আল্লাহর পর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই সুতরাং যে ব্যক্তি নির্দি ষ্ট নাম ব্যতীত আল্লাহর জন্য অন্য কোন নাম স্থির করে বা সেগুলোর কোনটা অস্বীকার করে বা সৃষ্টি জীবের সাথে তাঁর সাদৃশ্য আরোপ করে বা সেগুলোর কোন একটিকে বিকৃ ত করে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা করে তাহলে সে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করল।

আল্লাহ বলেন-

هٰۤؤُلَآءِ قَوۡمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوۡ لَا یَاۡتُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ بِسُلۡطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا ﴿۱۵﴾

“এরা আমাদের কওম, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? “ **[সূরা কাহাফ-১৫]**

❀ উপসংহার ❀

মহান আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত আলোচনার সমাপ্তিতে এখানে একটা হাদীস এবং তার উপর ইমাম তিরমিজির ভাষ্য
উল্লেখ করছি-

রাসূলল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“আল্লাহ দান কবুল করেন এবং তা তাঁর ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করে।” **[**তিরমিজি **]**

● পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নাম সম্পর্কে মুমিনদের নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছে :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (١١٠)

“ বল, ‘তোমরা (তোমাদের রবকে) ‘আল্লাহ’ নামে ডাক অথবা ‘রাহমান’ নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। ” **[** সূরা বনী ইসরাঈল**-**১১০ **]**

● কুরআনে আভাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে সরাসরি তার সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের অসংখ্য আয়াতে (২:২১৯, ৭:১১৭ ইত্যাদি) আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও সর্বব্যাপকতার নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।যেহেতু মহাজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; তাই মহাজগতের স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জ ন করা সম্ভব না।

-----❀❀❀❀❀-----